প্রতিপাদনে ঃ

আব্দুল হামীদ ফাইযী

দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব

লেখক পরিচিতি ও অভিমত

আব্দুল লতীফ মাদানী

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আউশ গ্রাম থানার অন্তর্গত আলেফ নগর গ্রামে ১৯৬৫ সালে সম্মানিত লেখক শায়খ আব্দুল হামীদ ফাইযী সাহেবের জন্ম।

তাঁর হাতে-খড়ি গ্রামের মক্তবেই। বাংলা লেখাপড়া আউশ গ্রাম হাই স্কুলে। আরবী শিক্ষার প্রাথমিক মাদ্রাসা হল, পুবার ইসলামিয়া নিযামিয়া মাদ্রাসা। মাধ্যমিক বিভাগের পড়াশোনা হয় বীরভূম জেলার মহিষাডহরী জামেআ রিয়াযুল উলূমে। উচ্চ বিভাগের পড়াশোনা করেন উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেআ ফাইযে আম'-এ। আর এই জামেআর প্রতি সম্পৃক্ত হয়েই তিনি 'ফাইযী' নামে পরিচিত।

'ফাইযে আম' থেকে তিনি স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চ শিক্ষা ও ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে সঊদী সরকারের পূর্ণ খরচে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস বিভাগে পড়াশোনা করে কৃতিত্বের সাথে 'লেনান্স' ডিগ্রি লাভ করেন।

মুহতারাম লেখক কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে বর্ণিত খাঁটি ইসলামী আক্বীদার প্রচার এবং মুসলিম সমাজের জটবাঁধা কুসংস্কার ও বিদআতের মূল উচ্ছেদ এবং তওহীদের প্রতিষ্ঠা ও সুন্নাতে রাসূলের বাস্তবায়ন বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল ও যুক্তিভিত্তিক ত্রিশাধিক পুস্তক প্রণয়ন ও অনুবাদ করেছেন।

আমি এ বৎসর ২০০৫ সালের জুন মাসে সঊদিয়া হতে দেশে এসে জানতে পারি ও দেখি যে, আরবী ইবারতের অর্থ না বুঝে এবং সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের তমীয ও পার্থক্য না জেনে আমলযোগ্য নয় এমন কতকগুলি দুর্বল হাদীস উল্লেখপূর্বক মাওলানা আব্দুর রঊফ খুলনাবী সাহেব লিফলেট লিখেছেন এবং ফতোয়া দিয়েছেন যে, সশব্দে নামাযে 'বিসমিল্লাহ' সশব্দেই পড়তে হবে,

নিঃশব্দে পড়ে ফেললে নামায হবে না; বরং তা ফিরিয়ে পড়তে হবে। খুলনাবী সাহেবের অন্যতম শিষ্য মৌলভী মনীরুয্ যামান সাহেব তাঁর এ ভ্রান্ত ও উদ্ভট ফতোয়া প্রচার করে জামাআতবদ্ধ মুসলিম সমাজে মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছেন। আর এই ফতোয়া দরুন একই মসজিদে দু'বার জামাআত হতে দেখা যাচ্ছে! অর্থাৎ যাঁরা সশব্দে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার ফতোয়া না মেনে নিঃশব্দে তা পড়ে নামায পড়েন, তাঁদের পিছনে সশব্দের ঐ ফতোয়ার পক্ষপাতীরা নামায না পড়ে অপেক্ষা করছেন। অতঃপর জামাআত সমাপ্ত হলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় জামাআত কায়েম করে নামায পড়ছেন!

তাই এহেন সহীহ সুন্নাহ-বিরোধী অবস্থার প্রেক্ষিতে মোমেনশাহী ফুলবাড়িয়া আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে' মসজিদের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি চান মাহমূদ সাহেব ও মসজিদের সম্মানিত দায়িত্বশীল ইমাম এবং মুসল্লীগণ আমাকে এবং শায়খ খুরশীদ আলম মাদানী সাহেবকে অনুরোধ জানালেন যে, ঐ উদ্ভট ফতোয়া দরুন ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল জামাআতে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে এবং সহীহ হাদীস বিরোধী কার্যকলাপের ফলে সাধারণ মানুষের মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। অতএব বিচ্ছিন্নতার অবসান কল্পে সহীহ হাদীসের দলীল উল্লেখপূর্বক সঠিক ফতোয়া দিয়ে আমাদিগকে বাধিত করুন।

খুলনাবীর ভ্রান্ত ও উদ্ভট ফতোয়ার বিরুদ্ধে আমি, শায়খ খুরশীদ আলম মাদানী এবং হকপন্থী আরো অন্যান্য উলামায়ে কিরাম পূর্ণ বিরোধিতা করি। ফতোয়ার খন্ডন করতে বিভিন্ন মসজিদের মুসল্লী-সমাজে সহীহ হাদীস উল্লেখপূর্বক নামাযে সশব্দে ক্বিরাআতের শুরুতে সরবে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' না বলে (বরং তা নীরবে বলে) প্রথমেই 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করতে হবে - তা জানাই।

আমার দু' মাসের ছুটি কেটে গেল। সউদিয়া আসার পূর্বমুহূর্তে শায়খ খুরশীদ আলম মাদানী সাহেব 'আহলে হাদীস দর্পণ'-এ প্রকাশিত খুলনাবী সাহেবের বিসমিল্লাহর বিধান শীর্ষক লেখা 'ভ্রান্ত ধারণার অবসান হোক' প্রবন্ধের একটি জেরক্স্ কপি আমার হাতে দিয়ে বললেন, সউদী আরবের ধর্মমন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত উদীয়মান বক্তা এবং আরবী-বাংলায় প্রায় চল্লিশ খানা পুস্তক-

প্রণেতা ও অনুবাদক মাননীয় শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেবকে এই লেখার জবাবে সহীহ দলীল ভিত্তিক বিধান লিখে আমাদিগকে দ্বীনী সাহায্য করতে আবেদন করবেন।

সে মতে আমি শ্রদ্ধেয়ভাজন শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেবকে দেশের অবস্থা জানাই এবং এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করতে অনুরোধ করি।

দাওয়াত অফিসে চাকরী, পুস্তক রচনা, দর্স-বক্তৃতা এবং অফিসিয়াল প্রচুর ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাদের বর্তমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প সময়ের মাঝেই 'বিচ্ছিন্নতার অবসান হোক' শীর্ষক অমূল্য এই তথ্য ও তত্ত্ববহুল গবেষণা-পুস্তিকাটি রচনা করে দেন। সঠিক সমাধান তুলে ধরে বিভিন্ন হাদীস ও প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সহীহ বিধান প্রতিপাদন করে তিনি অতুলনীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি নিজ হাতেই তা কম্পিউটার কম্পোজ করে আমার নিকট পাঠিয়েছেন। পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন যে, পুস্তিকাটি তথ্যবহুল আলোচনায় ভরপুর। আমি লেখককে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

আমি আশা রাখি যে, এই পুস্তিকা পাঠ করে খুলনাবী সাহেব, তাঁর শিষ্য সহ সকল অনুসারীদল সঠিক পথে ফিরে আসবেন। অবসান হবে ভ্রান্ত ধারণার, অবসান হবে বিচ্ছিন্নতার, দূর হবে সকলের মনের আকাশ থেকে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

দয়াময় আল্লাহ পুস্তিকাটিকে কবুল করুন, দ্বিধাবিভক্ত সমাজকে ঐক্যের পথ প্রদর্শন করুন এবং লেখককে হায়াতে ত্বাইয়েবাহ ও উপযুক্ত প্রতিদান দান করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ মাদানী
আল-গাত দাওয়াত ও ইরশাদ অফিস
সউদী আরব
৩/১০/০৫ইং

বিচ্ছিন্নতার অবসান হোক

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

আহলে হাদীস একক হকপন্থী জামাআত। কিন্তু সেই জামাআতের ভিতরেও অন্যান্য জামাআতের মত অর্থলোভ, গদির লোভ ও অতিরঞ্জন অনুপ্রবেশ করেছে, ফলে শিকার হয়েছে বিচ্ছিন্নতার।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে, তার চাইতেও ধনলোভ ও দ্বীনদারীর খ্যাতিলোভ মানুষের অধিক বিনাশ সাধন করে।" *(তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনে হিব্বান ৩২ ১৮, সহীহুল জামে' ৫৬২০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সাবধান! তোমরা ধর্ম-বিষয়ে অতিরঞ্জন করো না। কারণ, এই অতিরঞ্জনের ফলে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়েছে।" *(আহমাদ ১/২ ১৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩০২৯নং)*

ইজতিহাদী মতভেদ ও মতানৈক্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মাঝে মনোমালিন্য ও জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা ভালো লোকের কাজ নয়।

বহু মতের মাঝে যে মতটি বলিষ্ঠ তা গ্রহণ করা অবশ্যই জ্ঞানী লোকের কাজ। কিন্তু নিজের মতটাই বলিষ্ঠ এবং অপরের মতটা অবলিষ্ঠ বলে উপেক্ষা করে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া জ্ঞানী লোকের কাজ নয়। বিশেষ করে ছোট-খাট মতবিরোধকে কেন্দ্র করে একে অন্যকে 'কাফের' বলে ফতোয়াবাজি চালানো নিশ্চয়ই কোন হকপন্থী মানুষের কর্মকান্ড হতে পারে না।

ইজতিহাদী বিষয়কে কেন্দ্র করে জামাআত ভাঙ্গা, এক মসজিদে দুই

জামাআত করা এবং পরস্পর কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করাতে লাভ হয় দুশমনের, আর ক্ষতি হয় নিজের ও নিজের ভায়ের। অথচ মহান আল্লাহ আমাদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে জীবন অতিবাহন করতে আদেশ করেছেন।

আহলে হাদীস দর্পণে মাওলানা আব্দুর রঊফ খুলনাবীর 'বিসমিল্লাহর বিধান' পড়লাম। 'ভ্রান্ত ধারণার অবসান হোক' শিরনামায় মাওলানা নামাযে সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন এবং যারা তা করে না তাদেরকে রাসূল ও হাদীস-বিরোধী ও তাদের নামাযই হবে না বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আর তারই তাসীরে বাংলাদেশের কোন কোন মসজিদে দুটি জামাআত হতে শুরু হয়েছে! কারণ, যারা 'বিসমিল্লাহ--' নিঃশব্দে পড়ে তাদের নামায হয় না।

অবশ্য এ মতটি মাওলানার নিজস্ব নয়। এ মত শাফেয়ী মযহাবের মুক্বাল্লিদদের। তাদের ভিত্তি হল তাই, যা আমাদের মুহতারাম মাওলানা উপস্থাপন করেছেন। হায় তিনি যদি তা না করতেন! হায় তিনিও যদি আহলে হাদীস ও সালাফী বড় বড় উলামায়ে কিরামগণের মত উপেক্ষা না করতেন! অন্ততপক্ষে তিনি যদি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন, তাহলে বাংলাভাষী উম্মাহ সালাফিয়্যাহ তাঁর ইল্ম ও উদ্দীপনা দ্বারা বড় উপকৃত হতো।

বলা বাহুল্য, নামাযের ভিতর সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ--' সশব্দে পাঠ করতে হবে, নাকি নিঃশব্দে পাঠ করতে হবে সে ঝগড়া আজকের নতুন নয়। বরং বহু পূর্বেই হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে ফিতনার নগরী বাগদাদে শাফেয়ীদের সাথে অন্যান্যদের বিবাদ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। *(তারীখুল ইসলাম ১/৩১২০)*

পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন বর্ণনা থাকার ফলে এ বিষয়ে মতভেদ চলে আসছে। শাফেয়ীরা বলেন, 'বিসমিল্লাহ--' সশব্দে এবং অন্যান্যরা বলেন নিঃশব্দে পড়তে হবে। অনেকে দুই মতের একটিকে প্রাধান্য দিতে না পেরে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে বলেছেন, কখনো কখনো সশব্দে এবং কখনো কখনো নিঃশব্দে পড়া উচিত। ইবনুল কাইয়েম বলেন, নবী ﷺ কখনো কখনো

'বিসমিল্লাহ--' সশব্দে পাঠ করতেন এবং অধিকাংশ সময়ে তা নিঃশব্দেই পাঠ করতেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সর্বদা প্রত্যেক দিন ও রাতে বাড়িতে ও সফরে অবস্থানকালে পাঁচ বারই সশব্দে পাঠ করেননি। তা হলে তা খুলাফায়ে রাশেদীন ও অধিকাংশ সাহাবা এবং শ্রেষ্ঠ যুগে তাঁর দেশে বসবাসকারীদের অজানা থাকত না। এটা একেবারেই অসম্ভব। পরিশেষে (তা প্রমাণ করার জন্য) অস্পষ্ট শব্দাবলী, নিতান্ত দুর্বল হাদীসকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অথচ সে ব্যাপারে সহীহ হাদীসগুলি অস্পষ্ট এবং স্পষ্ট হাদীসগুলি অসহীহ (অশুদ্ধ)। *(যাদুল মাআদ ১/২০৬-২০৭)*

খুলনাবীর প্রথম দাবী

পৃথিবীর সকল মুসলমান পূর্ব হতে আজ পর্যন্ত সকলেই بسم الله কে কোরআনের আয়াত, সূরা ফাতেহার আয়াত বলে গণ্য করে আসছেন।

এটি একটি মিথ্যা দাবী। কারণ, এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রাচীন মতভেদ রয়েই গেছে। উদাহরণ স্বরূপ তফসীর ইবনে কাষীর ও ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/ ১০২- ১০৩পৃঃ দেখুন।

আল্লামা ইবনে উষাইমীন বলেন, 'বিসমিল্লাহ--' সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত নয়, তার দলীল হল আবূ হুরায়রার সহীহ হাদীস আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আররাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও

আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্ যা-ল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।" *(মুসলিম ৩৯৫, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আবূ আওয়ানাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং)*

প্রকাশ থাকে যে, এই হাদীসই বর্ণিত হয়েছে দারাকুত্বনীতে এবং সেখানে 'বিসল্লিাহ--'র উল্লেখ আছে। কিন্তু সে হাদীস সহীহ নয়। বরং তার এক বর্ণনাকারী পরিত্যক্ত হওয়ার দরুন হাদীসটি যয়ীফ জিদ্দা (অত্যন্ত দুর্বল)। *(দারাকুত্বনী ১/৩১০)*

আবু সায়ীদ ইবনুল মুয়াল্লা বলেন, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখাব যা কোরআনের সূরা সমূহের মধ্যে মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বলেন সেই সূরাটি হল الحمد لله رب العالمين। আর এর আয়াত হল সাতটি। (বোখারী আধুনিক ৪/২৯৬, হাদীস নং ৪১১৬)

আবু হুরায়রা বলেন যে, রাসূল (সাঃ) সূরায়ে ফাতেহাকে উম্মুল কোরআন বলেছেন এবং এর আয়াত সাতটি বলেছেন।

বরং আবূ হুরায়রা বলেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, الحمد لله رب العالمين উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব এবং সাতটি আয়াতবিশিষ্ট বারবার পঠিতব্য সূরা। (আবূ দাউদ ১/৪৬১, হাদীস নং ১৪৫৭)

এ সকল হাদীস হতে কি এ কথা প্রমাণ হয় না যে, সূরা ফাতেহার নাম 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন' এবং 'আল-হামদু---' তার প্রথম আয়াত?

'বিসমিল্লাহ--' প্রথম আয়াত হলে, 'আল-হামদু--' না বলে 'বিসমিল্লাহ--' বলতেন না কি? যেহেতু বহু সূরার প্রথম আয়াত হিসাবে সেই সূরার নামকরণ ও পরিচয় হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার একটি আয়াত হোক বা না-ই হোক, তা পড়ার নিয়ম কি? সশব্দে, না নিঃশব্দে?

যে সঊদিয়ার মুসহাফের হাওয়ালায় 'বিসমিল্লাহ--'কে সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত গণ্য করে সশব্দে পাঠ করার বিশেষ প্রমাণ মনে করা হয়েছে, সেই সঊদিয়ায় হারামাইন সহ অন্যান্য মসজিদে 'বিসমিল্লাহ--' নিঃশব্দেই পড়া হয়ে থাকে। হাজী সাহেবগণ ছাড়াও সাধারণ মানুষও রেডিও-টিভিতে এ কথার প্রমাণ পেতে পারেন।

আবার সেই সঊদিয়ারই সমসাময়িক অদ্বিতীয় ফকীহ আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন উষাইমীন এবং প্রধান মুফতী ও অন্যান্য উলামায়ে কিবার 'বিসমিল্লাহ--' সশব্দে পড়তে আদেশ করেন না এবং সশব্দে না পড়লে নামায বাতিল মনে করেন না।

খুলনাবীর দ্বিতীয় দাবী

সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠের হাদীসগুলি সহীহ।

খুলনাবী সাহেবের এ দাবী সহীহ নয়। সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠের হাদীসগুলির ব্যাপারে পরবর্তীকালের সত্যানুসন্ধানী নিরপেক্ষ উলামাগণ কি বলেন শুনুন ঃ-

(ক) মুহতারাম মাওলানা যে সমস্ত হাদীস-গ্রন্থ থেকে দলীল উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে সুনান দারাকুতনী প্রধান। সেই ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, তা (বিসমিল্লাহ--) সশব্দে পাঠ করার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়। *(নাইলুল আওত্বার ২/২০৪)*

(খ) ইবনুল কাইয়েম বলেন, এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসগুলি অস্পষ্ট এবং স্পষ্ট হাদীসগুলি অসহীহ (অশুদ্ধ)। *(যাদুল মাআদ ১/২০৬-২০৭)*

(গ) আল্লামা শাওকানীও প্রায় একই মন্তব্য করেছেন। *(নাইলুল আওত্বার ২/২০৪)*

(ঘ) আল্লামা আলবানী বলেন, সত্য এই যে, সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠের ব্যাপারে কোন স্পষ্ট ও সহীহ হাদীস নেই। বরং ১০টি বর্ণনাসূত্রে আনাস কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি নিঃশব্দে 'বিসমিল্লাহ--'

পাঠ করতেন। *(তামামুল মিন্নাহ ১/১৬৯)*

তিনি আরো বলেন, সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ করার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়। বরং এই বাবে যে হাদীসই এসেছে, তার প্রত্যেকটার সনদ সহীহ নয়। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে রয়েছে এর বিপরীত বিধান। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৫/৪৬৮)*

শায়খ ইবনে বায বলেন, কিছু হাদীসে 'বিসমিল্লাহ--' সশব্দে পাঠ করা মুস্তাহাব হওয়ার কথা বুঝা যায়। কিন্তু সেসব হাদীস সহীহ নয়। সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ করার ব্যাপারে কোন সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস আমাদের জানা নেই। *(ফাতাওয়া ইবনে বায)*

শায়খ ইবনে উষাইমীন বলেন, বলা হয়েছে যে, সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ করার ব্যাপারে সমস্ত হাদীস যয়ীফ। *(আল-শারহুল মুমতে' ৩/৭৬)*

অতএব আমি-আপনি কি বলতে পারি? যে হাদীস-গ্রন্থ থেকে আপনি সরবের দলীল উদ্ধৃত করেছেন, সেই হাদীস-গ্রন্থেই নীরবের দলীল নেই কি? অতএব সহীহ-যয়ীফ তমীয করে আমাদেরকে কোন মত গ্রহণ করা উচিত এবং সে ব্যাপারে বর্তমান বিশ্বের নতুন তাহক্বীক্বের পথ অবলম্বন করা উচিত। আর কোনক্রমেই উচিত নয়, শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের মাঝে ইখতিলাফী মাসায়েলের ঝড় সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

এবারে দেখুন সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ করার দলীল হিসাবে উল্লেখিত হাদীসসমূহের প্রকৃত অবস্থা ও বক্তব্য কি?

** ইবনে আব্বাস বলেন যে, রাসূল (সাঃ) بسم الله الرحمن الرحيم বলে কেরাত শুরু করতেন। (কিতাবুল উম্ম্ ১/১০৭, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক ২/৯০)*

পক্ষান্তরে অন্য এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস বলেন, সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ মরুবাসী (গেঁয়ো) লোকদের কাজ। *(শারহু মাআনিইল আষার ১/৩০৪, ১১০৯নং)*

** রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) কোরআন পাঠ করতেন প্রতিটি আয়াত পরিপূর্ণ বিরতি প্রদান করে, পরিপূর্ণ থেমে থেমে।*

তিনি সুরায়ে ফাতেহা যখন পাঠ করতেন بسم الله الرحمن الرحيم *তারপর* الحمد لله رب العالمين *তারপর* الرحمن الرحيم *তারপর* مالك يوم الدين *এভাবে বাকী আয়াতসমূহ। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ ৭/৪২৯, সুনান দারাকুতনী ১/৩১৩, মুস্তাদরাক ১/২৩২, সুনানে কুবরা বায়হাকী ২/২০৬, তফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৫৫৯, নাইলুল আওত্বার ২/২০৬)*

উল্লেখিত হাদীসে মহানবী ﷺ-এর ক্বিরাআতের সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীস থেকে 'বিসমিল্লাহ--' পড়তে হয় প্রমাণ হয়। কিন্তু তা সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াত অথবা সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ--' সশব্দে পড়তে হবে তা প্রমাণ করা যায় না।

পক্ষান্তরে তিরমিযী (৫/১৮৫) ও হাকেমের (২/২৫২) বর্ণনায় 'বিসমিল্লাহ-' পড়ার কথা নেই। উম্মে সালামাহ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কেটে কেটে ক্বিরাআত করতেন; الحمد لله رب العالمين বলতেন তারপর থেমে যেতেন। الرحمن الرحيم বলতেন তারপর থেমে যেতেন। আর তিনি ملك يوم الدين পড়তেন।

** আবূ হুরায়রা বলেন, রাসূল (সাঃ) ইমামতি করার সময় কোরআন পাঠ করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ বলে পাঠ শুরু করতেন। (দারাকুত্বনী ১/৩০৬)*

ইমাম শওকানী বলেন, ইমাম দারাকুতনী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, তার সকল বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। (নাইলুল আওত্বার ২/২০২)

বড় দুঃখের বিষয় যে, খুলনাবী সাহেব তার পর-পরই ইমাম শওকানীর মন্তব্যকে নকল করেননি। যেহেতু তা করলে তাঁর মনমত হতো না তাই। শওকানী ঐ হাদীস উল্লেখ করে বলেন, 'ইমাম দারাকুত্বনী বলেছেন, তার সনদের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।' আর তার সনদে রয়েছে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ আল-আস্বাহী। ইবনে মাঈন তাকে কখনো নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আবার কখনো বলেছেন, দুর্বল। ইবনুল মাদীনী বলেছেন,

ও আমাদের সহচরদের নিকট যয়ীফ। এ ছাড়া একাধিক মুহাদ্দিস তার সমালোচনা করেছেন।

অতএব দারাকুত্বনীর নিকট হাদীসের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলেও অন্যান্যের নিকট তা নয়। সুতরাং হাদীস সহীহ নয়। কারণ একটি লোকের ব্যাপারে কেউ যদি সত্যবাদী বলে এবং অপর কেউ মিথ্যাবাদী বলে এবং বলাতে উভয়ই সত্যবাদী হয়, তাহলে জ্ঞানীর নিকট সেই লোক আসলে মিথ্যাবাদী। কেননা, যে তাকে সত্যবাদী বলছে, সে তার মিথ্যা বলার কথা জানে না। অথচ অপরে তা জানে।

পরন্তু ঐ সনদে আলা' বিন আব্দুর রহমান এবং আবূ উয়াইস দুর্বল রাবী। অতএব ঐ হাদীসের সনদ দুর্বল, বিধায় হাদীস সহীহ নয়।

** আবূ হুরায়রা বলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা যখন নামাযে সুরায়ে ফাতেহা পাঠ করবে তখন অবশ্যই* بسم الله الرحمن الرحيم *পাঠ করবে। ফাতেহার এক নাম উম্মুল কুরআন, অন্য আর এক নাম উম্মুল কিতাব। সে হল বারবার পঠিতব্য সাত আয়াত বিশিষ্ট* بسم الله *সুরায়ে ফাতেহার অবিচ্ছেদ্য আয়াত। (সুনানে কুবরা ১/৪৫, দারাকুতনী ১/৩১২, নাইলুল আওত্বার ২/২০২) ইমাম দারাকুতনী বলেন, এই হাদীসটি সন্দেহাতীতভাবে সহীহ। তা হাদীসের সকল বর্ণনাকারী একান্তভাবেই গ্রহণযোগ্য। কেউ তাদের মধ্যে গ্রহণের অযোগ্য নাই। (নাইলুল আওত্বার ২/২০২)*

উক্ত হাদীসের পরে ইমাম দারাকুত্বনীর ঐ লম্বা মন্তব্য নাইলুল আওত্বারে নেই। বরং সেখানে যা আছে তা নিম্নরূপঃ-

আল-ইয়া'মুরী বলেছেন, আর তার সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তবে নূহ বিন আবী বিলাল নামক বর্ণনাকারী সাঈদ বিন আবী সাঈদ মাক্ববুরী থেকে আবূ হুরায়রার হাদীস বর্ণনা করতে সন্দেহে পড়েছেন। কখনো তিনি হাদীসটিকে মরফূ (নবী ﷺ-এর কথা বলে) এবং কখনো মওকূফ (আবূ হুরায়রার কথা বলে) বর্ণনা করেছেন। হাফেয (ইবনে হাজার) বলেছেন, 'এই সনদের

বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। একাধিক আয়েম্মা এটির মরফূর অপেক্ষা মওকূফ হওয়াকেই সহীহ বলেছেন। ইবনুল কাত্তান উপরোক্ত নূহের সন্দেহের কারণে দুর্বলতাগ্রস্ত বলেছেন। আব্দুল হামীদ বিন জা'ফর রাবীর কারণে ইবনুল জওযী এই হাদীসের সমালোচনা করেছেন। যেহেতু তার ব্যাপারে সমালোচনা আছে। অবশ্য নূহের অনুরূপ বর্ণনা তাকে শক্তিশালী করে।'

তাহলে খুলনাবী সাহেব এসব কথা বাদ দিয়ে ইমাম দারাকুত্বনীর ঐ উক্তি কোথা থেকে এবং কেন নকল করলেন? এতে সাধারণ মানুষকে ধোকা দেওয়া যায়, কিন্তু উলামায়ে কিরামকে তো ধোকা দেওয়া যায় না।

আর তাছাড়া ইমাম শওকানীর মুখে ইমাম দারাকুত্বনীর মন্তব্য শুনুন। তিনি বলেন, তা (বিসমিল্লাহ--) সশব্দে পড়ার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়। *(নাইলুল আওত্বার ২/২০৪)*

অবশ্যই যাঁরা সূরা ফাতিহার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ করেন না, তারা রাসূল ﷺ-এর তরীকা অমান্যকারী। তবে যাঁরা তা সশব্দে না করে নিঃশব্দে পাঠ করেন তাঁরাই যে রাসূল ও তাঁর আদেশের একান্ত অনুগত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

* *নায়ীম ইবনুল মজমির বলেন, আমি আবূ হুরায়রার পিছনে নামায পড়লাম। তিনি প্রথমে* بسم الله الرحمن الرحيم *পড়লেন। তারপর আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন হতে পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি সেই ভাবেই নামায পড়ে দেখালাম যেভাবে স্বয়ং রাসূল সাঃ নামায পড়তেন। (নাসায়ী ১/১৪৪, দারাকুতনী ১/৩০৬, সুনানুল কুবরা ১/৪৭, মুসতাদরাক ১/২৩২) ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। (দারাকুতনী ১/২৩২) ইমাম বায়হাকী বলেন, এই হাদীস তাতে সন্দেহ নাই। (সুনানুল কুবরা ১/৪৬) ইমাম হাকেম বলেন, এ হাদীসটি ইমাম বোখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। (মুসতাদরাক ১/২৩২)*

এ হাদীসটি আরও একটি অকাট্য প্রমাণ যে, নামাযে সূরা ফাতেহার শুরুর

আয়াত بسم الله الرحمن الرحيم *নীরবে নয় সরবে পাঠ করতে হয়। এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম শওকানীর বক্তব্য হল, ইমাম ইবনে খুজায়মা ও ইমাম ইবনে হীব্বান এই হাদীসকে সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, খতীব আবূবকর বলেন, এই হাদীসটি সহীহ ও দলীল হিসাবে প্রমাণিত ও এমন অকাট্য যে, এই হাদীসটিকে অগ্রাহ্য করার কোন কারণ নাই। (নাইলুল আওত্বার ২/২০২)*

কিন্তু ইমাম শওকানী পরবর্তী মন্তব্যে বলেন, আবূ হুরায়রার হাদীসকে (সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ করার দলীল মনে করাকে) ভ্রান্ত ধারণা বলা হয়েছে। যেহেতু আবূ হুরায়রার উক্তি 'আমি সেই ভাবেই নামায পড়ে দেখালাম যেভাবে স্বয়ং রাসূল সাঃ নামায পড়তেন' বলে তাঁর উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাযের অধিকাংশ কর্মে তিনি নবী ﷺ-এর অনুরূপ করেছেন; তাঁর নামাযের প্রতিটি অংশে নয়। তাছাড়া উক্ত হাদীসকে নায়ীম ছাড়া অন্য একদল বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন, অথচ তাঁরা 'বিসমিল্লাহ--' উল্লেখ করেননি। এ কথা বলেছেন হাফেয। *(নাইলুল আওত্বার ২/২০৪, ফাতহুল বারী ২/২৬৭)*

পক্ষান্তরে ঐ দারাকুত্বনীতেই আবূ হুরায়রা বলেন, নবী ﷺ নামায আরম্ভ করলে 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলতেন। অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। *(দারাকুত্বনী ১১৭৯নং)*

তাহলে 'হাদীসটি অগ্রাহ্য করার মত কোন কারণ নাই' দাবী করা ঠিক নয়।

তবুও হাফেয ইবনে হাজার বলেন, সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে এটিই হল সবচেয়ে সহীহ হাদীস।

আল্লামা মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, জেনে রাখা উচিত যে, মুহাদ্দিসীনদের নিকটে হাফেযের এই উক্তির অর্থ এই নয় যে, হাদীসটি সহীহ। এর অর্থ হল অন্যান্য হাদীসের তুলনায় এই হাদীসটি (অপেক্ষাকৃত) সহীহ। নাওয়াবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই উক্তি অনুযায়ী হাদীস সহীহ হওয়া জরুরী নয়। যেহেতু মুহাদ্দিসীনগণ বলে থাকেন, এটি এ বাবের সব চাইতে সহীহ হাদীস।

যদিও সেটি যয়ীফ হাদীস। কিন্তু এ কথা বলে তাঁদের উদ্দেশ্য হল, অন্যান্য হাদীসের মধ্যে এটি অধিক বলিষ্ঠ অথবা তুলনামূলক কম দুর্বল।

(আল্লামা আলবানী বলেন,) আমি বলি, সম্ভবতঃ হাফেয রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেননি। কেননা কোন কোন মুহাদ্দিস এ হাদীসকে এই কারণে ত্রুটিযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন যে, তাতে 'বিসমিল্লাহ'র উল্লেখ বিরল এবং সেই সমস্ত নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনার পরিপন্থী, যাঁরা আবূ হুরাইরা থেকে ঐ হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথচ তাঁরা তাতে 'বিসমিল্লাহ'র উল্লেখ করেননি। যেমন এই শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের হাদীস বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আবূ সালামাহ কর্তৃক আবূ হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা যায়লাঈর 'নাসবুর রা'য়াহ' ১/৩৩৫-৩৩৭ তে দ্রষ্টব্য।

আর এখন বলি যে, হাদীসটি ইবনে খুযাইমাহ প্রভৃতিতে ইবনে আবী হিলাল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যাঁর নাম হল সাঈদ। তাঁর স্মরণশক্তি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁরই কারণে ঐ হাদীসকে আল-মাকতাবুল ইসলামীর ছাপা সহীহ ইবনে খুযাইমার ৪৯৯নং টীকাতে দুর্বল প্রতিপাদিত করেছি।

এ সত্ত্বেও যদি হাদীসটি সহীহই হয়, তবুও তাতে এ কথার স্পষ্ট বয়ান নেই যে, 'বিসমিল্লাহ--' সরবে পড়তে হবে অথবা আল্লাহর রসূল ﷺ সরবে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ করেছেন। আর হাদীসের শেষে 'আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি সেই ভাবেই নামায পড়ে দেখালাম যেভাবে স্বয়ং রাসূল ﷺ নামায পড়তেন' আবূ হুরাইরার এই উক্তিতে জরুরীভাবে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, আবূ হুরাইরা যেটাই করেছেন, সেটাই নবী ﷺ-এর কর্ম।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শায়খুল ইসলাম (ইবনে তাইমিয়া) তাঁর মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৮১ তে। অতএব সেখানে দেখে নিন। *(তামামুল মিন্নাহ ১৬৮-১৬৯পৃঃ)*

আয়েশা, আলী, আনাস ও আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত সশব্দে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার হাদীসও সহীহ নয়। তাছাড়া সহীহ হাদীসে আয়েশা, আনাস ও আবূ

হুরায়রার বর্ণনা নিঃশব্দে বিসমিল্লাহর পক্ষে। (যা নিম্নে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।)

* *মামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাঃ সর্বদা দুটি সময় নীরব থাকতেন। তার একটা হল নামাযে বিসমিল্লাহ পড়ার পর আর একটি হল ফাতেহা পড়া শেষ করে। (দারাকুতনী ১/৩০৯)*

এ হাদীসও সহীহ নয়। আর হাদীসটি মামুরার নয় সামুরার। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন হাসান। অথচ সামুরার সঙ্গে হাসানের সাক্ষাত হলেও হাসান মুদাল্লিস এবং তিনি 'আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যে তা শুনেছেন সে কথাও প্রমাণিত নয়। *(তামামুল মিন্নাহ ১৮৮পৃঃ দ্রষ্টব্য)* আর সামুরার অন্যান্য বর্ণনায় বিসমিল্লাহর উল্লেখ নেই। *(দেখুন আবূ দাঊদ ৭৮০নং, ইবনে মাজাহ ৮৪৪নং)*

* আনাস বিন মালেকের ছাত্র সুলাইমানের হাদীসও সহীহ নয়। বিশেষ করে এই হাদীসের মুহাম্মাদ বিন মুতাওয়াক্কিল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়।

এইভাবে খুলনাবী সাহেব ভাবনা-চিন্তা না করেই সকল যয়ীফ হাদীসকে জমা করে তা বাংলাভাষী মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। আসলে যে কাঠুরে রাত্রের অন্ধকারে কাঠ কুড়ায়, সে কাঠের সাথে সাপও কুড়াবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

পক্ষান্তরে উলামাগণ বলেন, কেবল যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে করা যে কোন আমল বিদআত। আর তার জন্যই অনেকে নামাযে সূরা পড়ার আগে সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠকে বিদআত বলে মন্তব্য করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল তাঁর ছেলের নিকট থেকে সশব্দে 'বিসমিল্লাহ--' পাঠ শুনে তাঁকে বললেন, বেটা! ইসলামে নতুন আবিষ্কার থেকে দূরে থাকো। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উষমান ﷺ-এর পশ্চাতে নামায পড়েছি। আমি তাঁদের কারো নিকট থেকে তা পড়তে শুনিনি। সুতরাং যখন ক্বিরাআত পড়বে, তখন 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলবে। *(শারহু মাআনিইল আষার ১/২০২)*

ইমাম অকী' বলেন, সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়া বিদআত। *(তারীখুল ইসলাম*

১/১৫০১, আল-ওয়াফী ফিল অফিয়্যাত ১/৩৪৪৯)

ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়া বিদআত। *(ইবনে আবী শাইবাহ ১/৩৬০, নাইলুল আওত্বার ২/২০০)*

* বাকী থাকল 'বিসমিল্লাহ--' সশব্দে না পড়লে নামায হবে না এবং নিঃশব্দে পড়ে ফেললে নামায ফিরিয়ে পড়তে হবে তার উদ্ভট ফতোয়া, তার অচল ও দুর্বল দলীল এবং আশ্চর্য আরবী-জ্ঞানের ইস্তিদলাল!

সাহাবী মুআবিয়ার মদীনায় নামায পড়া ও তা চুরি করার হাদীস উদ্ধৃত করে অনুবাদে বলেছেন যে,

'মুয়াবিয়া পুনরায় নামায পড়লেন তাতে তিনি বিসমিল্লাহ বাদ দেন নাই।

তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন, এই বর্ণনায় স্পষ্ট হল بسم الله الرحمن الرحيم *না শোনার জন্য আনসার ও মুহাজির সাহাবাগণ তাকে নামায-চোর বলেছেন, তাই তিনি নামায পুনরায় পড়তে বাধ্য হয়েছেন। অতএব* بسم الله الرحمن الرحيم *পড়তে শোনা না গেলে নামাযের পর তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত এবং ইমামকে নামায পুনরায় পড়া উচিত।'*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, *এ বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত হল, নামাযের মধ্যে সূরা ফাতেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ সশব্দে পাঠ না করলে নামায পুনরায় পড়তে হয়।*

চমৎকার! আরবী প্রবাদ বলে, 'আগে দেখি চেয়ার গড়, তারপর তার নক্সা কর।' প্রথমতঃ হাদীসটি বিশুদ্ধ কি না তা ভালো করে তলিয়ে দেখা দরকার। দারাকুত্বনী, হাকেম ও বাইহাকীর উক্তি নকল করেই চোখ বুজে হাদীস সহীহ বলে মেনে নেওয়া আহলে হাদীসের নীতি নয়।

বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসও সহীহ নয়। বিশেষ করে বর্ণনা-সূত্রে আব্দুল মাজীদ বিন আব্দুল আযীয, ইসমাঈল বিন আইয়াশ ও ইসমাঈল বিন উবাইদ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী নন। *(তাক্বরীবুত তাহযীব দ্রষ্টব্য)*

অতঃপর যাঁরা আরবী ইবারত বোঝেন, তাঁদের নিকট হাদীসের সেই ইবারত উল্লেখ করে তাঁদের উপর বিচারভার ন্যস্ত করি। তাঁরাই বিবেচনা করে ফায়সালা

করবেন যে, খুলনাবী সাহেবের উক্ত ফতোয়া ভুল না নির্ভুল।

মুসনাদে শাফেয়ী, হাকেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় হাদীসের শেষে বলা হয়েছে, فلما صلى بعد ذلك

দারাকুত্বনীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, فلما صلى بهم الأخرى

মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকের বর্ণনায় রয়েছে, فلم يعد معاوية لذلك بعد

বলুন! ঐ সকল ইবারতের অর্থ কি এই যে, মুআবিয়া পুনরায় নামায পড়লেন? ঐ সকল বর্ণনায় কি আছে যে, মুহাজির ও আনসাররা নামায পুনরায় পড়লেন? এটা কি খুলনাবী সাহেবের বুঝার ভুল নয়?

ইবারতের অর্থ কি এই নয় যে, পরবর্তী সময়ে মুআবিয়া নামায পড়লে তিনি সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়া বাদ দেননি?

আর তার মানে কি এই নয় যে, তাঁদের নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পড়ার ঐ নামায হয়ে গিয়েছিল?

যয়ীফ হাদীস পেশ করে তার উল্টা তর্জমার মাধ্যমে খুলনাবী সাহেব কি সংস্কার ও নতুনত্ব আনতে চান? নাকি উদ্দেশ্য অন্য কিছু? অল্লাহু আ'লাম।

আমরা অবশ্য তাঁর প্রতি কোন কুধারণা রাখছি না। তিনি আমাদেরই একজন শ্রদ্ধেয়ভাজন ভাই। আমরা তাঁকে এই শ্রেণীর ফতোয়াবাজিতে সতর্কতা অবলম্বন করতে অনুরোধ করছি।

* মাওলানা বলেন, *কিছু লোক ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে চান কয়েকটি হাদীসের মাধ্যমে। শু'বা বলেন যে, আমি কাতাদাহকে (বর্ণনাকারীর নাম না বলে) আনাস (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন আমি রাসূল সাঃ, আবু বাকার, উমর উসমান রাঃ এর পিছনে নামায পড়েছি কিন্তু কাউকে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে শুনি নাই। মুসলিম ১ম, ১৭২ পৃঃ রশিদিয়া আরবী।*

এই হাদীসটি সহীহ নয়। হাদীসটি মুদাল্লাস হওয়াতে হাদীসটি দলীল বলে গণ্য হতে পারছে না।

যে ব্যক্তি তাদলীস করেছেন কোন হাদীসে বলে প্রমাণ হয় সেই হাদীসটি কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যে হাদীসে তাদলীস করেছেন সেই হাদীসে যদি আবার কখনও বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করেন তাহলে সে হাদীস গ্রহণ করা হবে। তখন তাকে বলতে হবে আমি নিজ কানে অমুককে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, অথবা অমুক আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। বর্ণনাকারীর নাম গোপন করা হাদীস কোন প্রকারে গ্রহণযোগ্য নয়। রহমাতুলবারী আঃ হক মুহাদ্দিস দেহলভী ৪পৃঃ মুকাদ্দামা মিশকাত।

এই হল মুহাদ্দিসের কথা! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যাঁরা সিহহাতের শর্তারোপ করে হাদীসের গ্রন্থ রচনা করেননি, তিনি তাঁদের হাদীস নির্বিচারে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন। আর যাঁরা সে শর্তারোপ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন, কত যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রহণ ও সঞ্চয়ন করেছেন, তাঁদের হাদীস বিবেক-বিচার করে গ্রহণ করবেন কেন? সত্য সন্ধানের জন্য, নাকি আলোড়ন সৃষ্টির জন্য?

মাওলানা আরো বলেন, *মুদাল্লাস বলা হয় সেই হাদীসকে যার বর্ণনাকারী গোপন করা হয়। আর যে গোপন করে তাকে বলা হয় মুদাল্লিস। উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনাকারী এমন ঃ-*

১- শোবা ২- কাতাদাহ। ৩- বর্ননাকারী নেই। ৪- আনাস রাঃ।

আনাস কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস কাতাদাহ নিজ কানে শুনেন নাই। কোন মাধ্যমে শুনেছেন। কাতাদাহ এ সনদ-সূত্রে সেই মাধ্যম গোপন করেছেন। আর এই মাধ্যম সত্যবাদীও হতে পারে মিথ্যাবাদীও হতে পারে। তাই মাধ্যম গোপন থাকে যে বর্ণনায় তাকে বলা হয় মুদাল্লাস হাদীস। হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের নীতি (উসূলে হাদীস) অনুযায়ী মুসলিমে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়, গ্রহণযোগ্য নয়। ধুম্রজাল সৃষ্টিকারীগণ এই আগ্রাহ্য হাদীসটি নিয়ে খুব ধুম্রজাল সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

কিন্তু হুযুর! আপনি নিশ্চিতরূপে জানলেন কিভাবে যে, *'এ হাদীস কাতাদাহ নিজ কানে শুনেন নাই। কোন মাধ্যমে শুনেছেন। কাতাদাহ এ সনদ-সূত্রে সেই মাধ্যম গোপন করেছেন।?'*

খুলনাবী বলেন, *'এ হাদীসটি কাতাদাহ কর্তৃক আনাস ও তার মধ্যেকার বর্ণনাকারী উল্লেখিত বিশুদ্ধ সনদে কোথাও পাওয়া যায় না।'*

কিন্তু হযরত! কাতাদাহ ও আনাসের মাঝে কোন বর্ণনাকারী নেই তো। থাকলেই তো আপনি হাদীস সমুদ্র মন্থন করে সে বর্ণনা পাবেন। আসলে কাতাদাহ তো সরাসরি উস্তায আনাসের মুখ থেকে শুনেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

জনাব আপনিই স্বীকার করেছেন যে, *'তবে যে হাদীসে তাদলীস করেছেন সেই হাদীসে যদি আবার কখনও বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করেন তাহলে সে হাদীস গ্রহণ করা হবে। তখন তাকে বলতে হবে আমি নিজ কানে অমুককে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, অথবা অমুক আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন।'*

বাস্! তাহলেই তো হাদীস সহীহ হয়ে যাবে এবং ধুম্রজাল থেকে মনের আকাশ মুক্ত হয়ে যাবে।

তাহলে ঐ দেখুন না সহীহ মুসলিম শরীফেই রয়েছে, ধৈর্যের সাথে চোখের পাতা মেলে ঐ হাদীসের একটু নিচে পড়লেই দেখতে পাবেন, শু'বা বলেন, আমি কাতাদাহকে বললাম, আপনি কি আনাসের নিকট থেকে (নিজে) শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। *(মুসলিম ৩৯৯নং, আবূ য়্যা'লা ৫/৩৬০, ৬/১৮)*

অন্য বর্ণনা সূত্রে তিনি জানান যে, আনাস ﷺ তাঁকে হাদীস শুনিয়েছেন। *(মুসলিম ৩৯৯নং)*

এ ছাড়া স্পষ্টভাষায় 'শুনেছি' বলে বর্ণনা দেখুন ঃ-

(১) কাতাদাহ বলছেন, আমি আনাস বিন মালেককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বাক্র, উমার ও উষমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)দের পশ্চাতে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকেও সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতে শুনিনি। *(দারাকুত্বনী ১১৮৬নং)*

(২) কাতাদাহ বলছেন, আমি আনাস বিন মালেককে বলতে শুনেছি, তিনি

বলেছেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উষমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)দের পশ্চাতে নামায পড়েছি। তাঁদের কেউ সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতেন না। *(দারাকুত্বনী ১১৯০নং)*

(৩) কাতাদাহ বলছেন, আমি আনাস বিন মালেককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উষমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)দের পশ্চাতে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকেও সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতে শুনিনি। *(সুনানে বাইহাক্বী ২/৫১)*

(৪) কাতাদাহ বলছেন, আমি আনাস বিন মালেককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উষমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)দের পশ্চাতে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকেও সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতে শুনিনি। *(শারহু মাআনিইল আষার ১/২০২)*

(৫) কাতাদাহ বলছেন, আমি আনাস বিন মালেককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উষমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)দের পশ্চাতে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকেও সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতে শুনিনি। *(মুসনাদে ইবনুল জা'দ ১/২৯৩)*

তাহলে এরপরেও কি কোন মুহাদ্দিসের সন্দেহ থাকতে পারে যে, কাতাদাহ এ হাদীসে কারচুপি করে নিজ উস্তায গোপন করেছেন?

পক্ষান্তরে এ হাদীস শুধু কাতাদাহ একাই আনাস থেকে বর্ণনা করেননি। বরং আরো অনেকে তা বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ-

(১) হুমাইদ আত্‌-ত্বাবীল বলেন, আনাস ﷺ বলেছেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উষমান বিন আফ্‌ফানের পিছনে দাঁড়িয়েছি, তাঁদের সকলেই নামায শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ (সরবে) পড়তেন না। *(শারহু মাআনিইল আষার ১/২০২)*

(২) সাবেত বলেন, আনাস ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সশব্দে পাঠ করতেন না, আবূ বাক্‌রও না, উমারও না। *(ঐ ১/২০৩)*

(৩) হাসান বলেন, আনাস বলেছেন, নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নীরবে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতেন। *(ঐ)*

(৪) ইবনে সীরীন ও হাসান বলেন, আনাস বিন মালেক বলেছেন, নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উষমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)গণ 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে নামায শুরু করতেন। *(ঐ)*

(৫) ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী ত্বালহাহ বলেন, আনাস বলেছেন,---। *(ঐ, মুসলিম ৩৯৯নং)*

(৬) মুহাম্মাদ বিন লাওহ আখু বানী সা'দ বিন বাক্‌র বলেন, আনাস বলেছেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে ক্বিরাআত শুরু করতেন। *(ঐ)*

তাহলে এরপরেও কি কোন মুহাদ্দিসের সন্দেহ থাকতে পারে যে, এ হাদীসে কাতাদাহ মুদাল্লিস, অতএব তাঁর বর্ণিত হাদীসটিই গ্রহণযোগ্য নয়?

তাছাড়া উক্ত কাতাদাহ বর্ণিত হাদীসটি বুখারী শরীফেও রয়েছে। তাহলে বুখারী শরীফের উসূলে বর্ণিত হাদীসও কি যয়ীফ? কোনও জ্ঞানী মুসলিম কি এ কথা গ্রহণ করবেন?

কাতাদাহ কর্তৃক বর্ণিত আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে নামায আরম্ভ করতেন। *(দেখুন বুখারী শরীফ ৭৪৩নং)*

উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আবূ দাউদ ৭৮২নং, আহমাদ ৩/১০১, ৩/১১১, ৩/১১৪, ৩/১৮৩, দারেমী ১/৩১১, ইবনে হিব্বান ৫০/১০১, ১০৪, দারাকুত্বনী ১/৩১৬, ত্বাবারানী ফিল আউসাত্ব ২/১৬, ৫/১৮৩, ৩৩১, ৭/১৮৭, আবূ য়্যা'লা ৫/৪৩৪-৪৩৫, বাইহাক্বী ২/৫১-৫২)

এ ছাড়া বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের বর্ণিত উক্ত হাদীস লক্ষ্য করুন ঃ-

(১) আনাস ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উষমানের

পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে আরম্ভ করতেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উল্লেখ করতেন না; না ক্বিরাতের প্রথমে, আর না-ই তার শেষে। *(মুসলিম ৩৯৯নং, ১/২৯৯)*

(২) আনাস ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ, আবু বাক্‌র, উমার ও উষমানের পিছনে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতে শুনিনি। *(মুসলিম ৩৯৯নং, তিরমিযী ২৪৬নং, আহমাদ ৩/ ১৬৮, ২০৩, ২০৫, ৩২৩, ২৫৫, ২৭৩, ২৮৬, ২৮৯, ইবনে খুযাইমাহ ৪৯১-৪৯২নং, দারাকুত্বনী ১১৮৭নং, ত্বাবারানী ফিল আওসাত্ব ৮/ ১৮, আবূ য়্যা'লা ৫/২৬১, ৩৪৪, ৪১২, ৬/২৩২, ৪৬৭, ইবনে আবী শাইবাহ ১/৩৬০-৩৬১, বাইহাক্বী ২/৫০-৫১)*

(৩) আনাস ؓ বলেন, নবী ﷺ, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সরবে বলতেন না। বরং 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' সরবে বলতেন। *(ইবনে হিব্বান ৫/ ১০৬)*

(৪) ইবনে খুযাইমাহ বলেন, এ কথা দলীলের বাব যে, "আমি তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতে শুনিনি।" আনাস এই বলে বুঝাতে চেয়েছেন যে, "আমি তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সশব্দে পাঠ করতে শুনিনি। তাঁরা নামাযে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নিঃশব্দে পাঠ করতেন।" তাঁর উদ্দেশ্য এই নয়, যা এমন কিছু লোক ভুল বুঝে মনে করে থাকে, যারা সঠিক জায়গা থেকে ইল্‌ম তলব করেনি এবং ইল্‌ম শিখার আগে নেতৃত্ব তলব করে থাকে। (অর্থাৎ তারা মনে করে থাকে যে, তাঁরা বিসমিল্লাহই পড়তেন না।)

অতঃপর তিনি আনাস ؓ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ, আবু বাক্‌র, উমার ও উষমানের পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সরবে বলেননি। *(ইবনে খুযাইমাহ ১/২৪৯)*

(৫) তিনি বলেন, আমি তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সশব্দে পাঠ করতে শুনিনি। *(নাসাঈ ২/ ১৩৫, ইবনে খুযাইমাহ ৪৯৬নং, ইবনে হিব্বান ৫/ ১০৩)*

(৬) আমি নবী ﷺ, আবু বাক্‌র, উমার ও উষমানের পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে ক্বিরাআত শুরু করতেন না। *(আবূ য়্যা'লা ৬/ ১৮)*

শুধু আনাসই নন, বরং অন্যান্য সাহাবীও সাক্ষ্য দেন যে, মহানবী ﷺ সশব্দে ক্বিরাআতের শুরুতে সরবে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' না বলে প্রথমেই 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করতেন।

(৭) মা আয়েশা বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা ক্বিরাআত শুরু করতেন। *(ইবনে মাজাহ ১/২৬৭)*

(৮) তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তকবীর দিয়ে নামায এবং 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে ক্বিরাআত শুরু করতেন। আর সালাম দিয়ে নামায শেষ করতেন। *(আহমাদ ৬/ ১৭১)*

(৯) তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তকবীর দিয়ে নামায এবং 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে ক্বিরাআত শুরু করতেন। *(আবূ দাঊদ ৭৮৩নং, ১/২৬৭)*

(১০) আবূ হুরাইরা বলেন, নবী ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, তখন 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলতেন। অতঃপর ক্ষণকাল নীরব থাকতেন। *(দারাকুত্বনী ১১৭৯নং)*

পরিশেষে স্মরণ করিয়ে দিই যে, ইমাম হাকেম হাদীসকে সহীহ বলাতে বড় শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী ও তাঁর পরপর ইমাম মুসলিম এ ব্যাপারে বড় যত্নশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। আর তার জন্যই আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদের পর সহীহ বুখারী স্থান দখল করেছে মুসলিম উম্মাহর মর্মমূলে। আর তারপরই স্থান নিয়েছে সহীহ মুসলিম। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, কোন হাদীস বর্ণনায় যদি বুখারী ও মুসলিম একমত হন, তাহলে সে হাদীস সন্দেহাতীতভাবে সহীহ। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৮/২০)* সুতরাং মুত্তাফাক্ব আলাইহি হাদীসকে রদ্দ করার মত দুঃসাহসিকতা কোন আহলে হাদীস তো দূরের কথা কোন আহলে সুন্নাহর হতে

পারে না।

অতএব পূর্বের আলোচনায় প্রমাণিত হল যে, আনাস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ, আবু বাকর, উমার, উষমান কর্তৃক বিসমিল্লাহ পাঠ করতে শুনেননি বলে মুসলিমের হাদীস শুধু সহীহই নয়, বরং তা মুত্তাফাক্ব আলাইহি ও মুতাওয়াতির। তাই তা চক্ষু বন্ধ করেই গ্রহণযোগ্য। আর যদি কেউ সহীহায়ন (বুখারী+মুসলিম)এর সুনিশ্চিত সহীহ হাদীস গ্রহণ না করে সহীহায়ন ছাড়া অন্য কিতাবের যয়ীফ হাদীসকে অন্ধভাবে গ্রহণ করে, তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই তার মনের মধ্যে সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে কোন ব্যাধি বাসা বেঁধেছে।

আল্লাহ আমাদের সকলের মন ও মগজকে সহীহ হাদীস-বিরোধী সকল প্রকার ব্যাধি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

((إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ))

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.